দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 AUG 1993
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 3 ...

পরীক্ষার ফল ও মাদ্রাসা

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষার ফল প্রকাশকে কেন্দ্র করে কিছু নতুন তথ্য জানা গেছে। পরীক্ষায় পাসের হার খুব খারাপ নয়। পাস করেছে শতকরা ৫৭ দশমিক ৩৯ ভাগ। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল ৫৬ হাজার ২৭৮ জন। ছাত্রীর সংখ্যা ৭ হাজার ৯১২।

তবে এই পরীক্ষা ও মাদ্রাসার অস্তিত্ব নিয়ে নতুন খবর প্রকাশিত হয়েছে পরবর্তীকালে। পত্রিকান্তরে বলা হয়েছে, দাখিল পরীক্ষায় ৫শ ৩৫টি মাদ্রাসা থেকে কেউই পাস করেনি। ১শ'টি মাদ্রাসার পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত রয়েছে। উল্লেখ্য যে যে সকল মাদ্রাসার কোন ছাত্রই পাস করেনি তার অধিকাংশই ময়মনসিংহ জেলার। এছাড়া রংপুর জেলার ১২০টি মাদ্রাসার পরীক্ষার ফলাফল শূন্যের কোঠায়।

অপর দিকে যে সকল মাদ্রাসার পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে তার অধিকাংশেরই নাম ও ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েকটি কেন্দ্রের ফলাফল নাকি স্থগিত রাখা হয়েছে পরীক্ষকদের দুর্নীতির কারণে। চট্টগ্রামে এই অভিযোগে একজন পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যে সকল মাদ্রাসার কোন ছাত্রই পাস করেনি সে সকল মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ভুয়া অস্তিত্বের অভিযোগও আনা হয়েছে। এ সকল মাদ্রাসায় নাকি ভাড়া করে ছাত্র এনে পরীক্ষা দেয়ান হয়। অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, এ ধরনের অনেক মাদ্রাসাই নাকি বছরের পর বছর কোন ছাত্রছাত্রী পাস করছে না। অনুদান এবং সরকারী সাহায্য নিয়মিতই পাচ্ছে। অথচ নিয়ম আছে কোন মাদ্রাসা থেকে পর পর ৪ বছর পরীক্ষায় কোন ছাত্র উত্তীর্ণ না হলে সে মাদ্রাসার অনুদান বন্ধ হয়ে যায়।

এই অনুদান ও নিয়ম-নীতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই সঠিক তথ্য দিতে পারবেন। তবে পত্রিকান্তরের খবর সঠিক হলে এই ভুয়া মাদ্রাসা সম্পর্কে তদন্তের প্রশ্ন উঠবেই। আর এ সমস্যাটিও নতুন নয়। পাকিস্তান আমল থেকেই এ ধরনের ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খবর সকলেরই জানা ছিল। এখনো বহু স্কুল-কলেজের বিরুদ্ধে এ ধরনের ব্যবসায়ের অভিযোগ আছে। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরীক্ষার ফরম পূরণের আগে ঝাঁপ খুলে। একগাদা টাকা নিয়ে এক শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষার্থী বানায়। নির্দ্বিধায় সরকারী অনুদান গ্রহণ করে বছরের পর বছর।

তবে এ ব্যাপারে তারা একেবারে নিঃসঙ্গ কি? উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা মাদ্রাসা বোর্ডের কেউ কিছু জানেন না, আর বছরের পর বছর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে-তা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য কি? ৫৩৫টি মাদ্রাসার কোন ছাত্র পরীক্ষায় না পাস করার খবরও আদৌ স্বাভাবিক কি? স্বাভাবিক কি অস্তিত্বহীন মাদ্রাসার বছরের পর বছর অনুদান পাওয়া? যারা এই অনুদান দেন বা যারা এই অনুদান গ্রহণ করেন তারা কেউ যে ধোয়া তুলসী পাতা নন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তবে বলার অপেক্ষা রাখে শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রে। সে ক্ষেত্রটি হচ্ছে বোর্ডের ভূমিকার। তাই অপেক্ষা করাই সঠিক হবে এ খবর সম্পর্কে মাদ্রাসা বোর্ডের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য। দেখা যাক, মাদ্রাসা বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট সরকারী মহল এ ব্যাপারে কি বলেন। বা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এ প্রসঙ্গে। তবে এ ব্যাপারে সবকিছু হওয়া উচিত জরুরী ভিত্তিতে।